১। তৈত্তিরীয়োপনিষদঃ পাঠ্যাংশভূতস্য ভৃগুবল্ল্যধ্যায়স্য বিষয়বস্তু আলোচনীয়ম্।

উ. বিশ্বজগতের প্রতি ভারতীয় আর্যমনীষার সর্বোৎকৃষ্ট দান বেদ। বেদ চতুর্ধা বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। এর মধ্যে যজুর্বেদ দু'ভাগে বিভক্ত—শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ। প্রতিটি বেদেরই নিজস্ব উপনিষদ রয়েছে। এরমধ্যে তৈত্তিরীয়োপনিষদ কৃষ্ণযজুর্বেদ শাখার অন্তর্গত।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে তিনটি অধ্যায় রয়েছে—প্রথম অধ্যায় শীক্ষাবল্লী, দ্বিতীয় অধ্যায় ব্রহ্মানন্দবল্লী ও তৃতীয়ঃ অধ্যায় ভৃগুবল্লী। এই ভৃগুবল্লী অধ্যায়ের প্রথম তিনটি অনুবাকের বিষয়বস্তু হলো—

মহর্ষি বরুণ ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী আচার্য। ভৃগু তাঁর পুত্র। 'বারুণি' এই বিশেষণের দ্বারা বোঝানো হলো যে, বরুণ পুত্র ভৃগু ও ব্রহ্মজ্ঞানের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। অন্তরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না এলে ব্রহ্মজ্ঞ আচার্যগণ গূঢ় রহস্য পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ যে কোনো বিদ্যার্থীকে করতেন না। ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশের জন্য 'আশ্চর্য বক্তা' ও 'কুশলী শিষ্যের' মণিকাঞ্চন যোগ প্রয়োজন। কঠোপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রবক্তা যম ব্রহ্মাজিজ্ঞাসু কিশোর নচিকেতাকে তাই বলেছিলেন—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-

শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।। (কঠ. ১।২।৭)

যে আত্মার বিষয় বহুলোকে শুনতেও পায় না, শুনেও যাঁকে বহুলোকে জানতে পারে না, সে আত্মার বিষয়ে বক্তা ও সুদুর্লভ। এই আত্মার জ্ঞান অতি নিপুণ লোকই লাভ করতে পারে; এবং নিপুণ আচার্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হয়ে আত্মার জ্ঞান লাভ করেছে এরূপ ব্যক্তিও সাধারণতঃ দেখা যায় না।

কুশলী ব্রহ্মবিজ্ঞাসু বারুণি ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞ পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রার্থনা করেন। মহর্ষি ব্রহ্মজ্ঞ বরুণ পুত্রের জ্ঞানানুসন্ধিৎসা প্রত্যক্ষ করে পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদানে প্রবৃত্ত হলেন।

আপন উপলব্ধি থেকে ব্রহ্মজ্ঞ বরুণ তাঁর উপদেশে বলেন যে, অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বাক্য—ইহারই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। 'দ্বার' শব্দটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্য বিষয়ক। ভৃগু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু কিশোরমাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের গর্ভগৃহে তিনি প্রবেশ করতে উদ্যোগী। জ্ঞানের মূল গৃহে প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করেই করতে হবে। ব্রহ্ম জ্ঞানোপলব্ধিতে পাঁচটি ক্রমিক সোপান উপদিষ্ট হয়। এই সোপানগুলি বেদান্তে 'কোশ' নামে অভিহিত হয়। এই পঞ্চকোশ হলো—অন্নময়কোশ, প্রাণময় কোশ, মনোময় কোশ, বিজ্ঞানময় কোশ এবং আনন্দময় কোশ। পঞ্চকোশের প্রথম কোশ অন্নময় কোশ। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানরূপ গর্ভগৃহের প্রথম সোপান তথা দ্বার। ব্রহ্ম জ্ঞানলাভের প্রথম আবরণ অন্নময়কোষ জড়জগৎ সম্বন্ধীয়। অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বাক্যযোগে মানুষ বাহ্যজগৎ ও আন্তরবিষয় সমূহ জানতে পারে। এসকল বিষয় জ্ঞাত হলেই এদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় বিষয়ে জিজ্ঞাসা আসে। জিজ্ঞাসা জ্ঞানার্জনের মাধ্যম বা উপায়। জিজ্ঞাসায় তাড়িত হয়েই জিজ্ঞাসু ব্যক্তি অধিকারী আচার্যের শরণাপন্ন হন। তখন ব্রহ্মজ্ঞ আচার্যের উপদেশ ও শিক্ষায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসু বিদ্যার্থী পরবর্তী প্রাণময় কোশ সমূহ একে একে অতিক্রম করে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধির জন্য 'তত্ত্বমসি' (তৎ + ত্বম্ + অসি)—তুমিই সেই —এই মহাবাক্যের অনুধাবন প্রয়োজন। 'ত্বম্' পদার্থের জ্ঞান অর্থাৎ শরীরাদি বাহ্যজগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রথম প্রয়োজন। তাই শরীরাদিসম্বন্ধীয় প্রাথমিক জ্ঞানই 'দ্বার' নামে অভিহিত। চৈতন্য শরীররূপ বাহ্যজগৎ থেকে ভিন্ন। ফলে সাক্ষিচৈতন্যের জ্ঞান আবশ্যক। এই জ্ঞান তপঃসাধ্য। তাই ঋষিকুমার ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞ পিতা বরুণের উপদেশে তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। তপস্যা মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্রতা।

মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চৈকাগ্রং পরমং তপঃ।
তজ্জায়ঃ সর্বধর্মেভ্যঃ স ধর্মঃ পর উচ্যতে।।

বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধির উপায়রূপে যত প্রকারের সাধন পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে তার মধ্যে তপস্যাই শ্রেষ্ঠ। পিতার উপদেশ ও স্ববুদ্ধি প্রভাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ভৃগু

তপস্যাকেই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনরূপে গ্রহণ করেন।

তপস্যার ফল সম্পর্কে মৎসপুরাণে বলা হয়েছে—

তপোভিঃ প্রাপ্যতেঽভীষ্টং নাসাধ্যং হি তপস্যতঃ।
দুর্ভগত্বং বৃথা লোকো বহতে সতি সাধনে।।

ভৃগুবল্লীর প্রথম অনুবাকে বারুণি ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ পিতা মহর্ষি বরুণের নিকট এলে পিতা তাঁকে ব্রহ্মরূপী অন্নের তপস্যা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য পিতৃদেব বরুণের উপদেশে ভৃগু স্থূল দেহের কারণ বিরাট নামক ভূতপঞ্চক তথা অন্নের উপাসনা করেন। তপস্যার উজ্জ্বল দীপ্তিতে তিনি উপলব্ধি করেন যে, জড়-জগৎ অন্নময়। ব্রহ্মোপলব্ধিতে যে পাঁচটি স্তর বিহিত হয় (অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ, মনোময় কোশ, বিজ্ঞানময় কোশ ও আনন্দময় কোশ), তার প্রথম স্তর অন্নময়কোশ। পিতার আদেশে তপস্যায় প্রবর্তিত হবার সময়ে ব্রহ্মজ্ঞ পিতা বরুণ পুত্র ভৃগুকে ব্রহ্মোপলব্ধির মূলসূত্রটি ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মর্ষি পিতা ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু পুত্রের মেধা ও প্রজ্ঞার পরীক্ষা গ্রহণ করছেন। পুত্রকে তিনি অন্নময় ব্রহ্মের উপাসনার কথা প্রত্যক্ষ ভাবে বলেন নি। কিন্তু মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানপথিক ভৃগুর পিতার ব্রহ্মবাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নি। পিতা বরুণের উপদেশমতো তপস্যাকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে ব্রহ্মোপাসনার প্রথম সোপান অন্নময় কোশের জ্ঞান অর্জন করে পুনরায় পরবর্তী উপদেশের জন্য পিতার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মজ্ঞ পিতাকে তাঁর অনুষ্ঠিত তপঃফলের বর্ণনা দিলেন—'অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ইতি'।

ব্রহ্মোপলব্ধিতে পুত্র ভৃগু প্রথম সোপান অতিক্রম করেছেন। জড়জগতের প্রকৃতি অন্নময় কোশকে তিনি তপস্যার দ্বারা জেনেছেন। সুশিক্ষিত তিনিই যিনি স্বশিক্ষিত। পুত্রের গৌরবে পিতা বরুণ আনন্দিত, গৌরবান্বিত। কিন্তু তিনি পুত্রের সামনে সে আনন্দ প্রকাশ করেন নি। কারণ পুত্রকে ব্রহ্মসাধনার অবশিষ্ট চারটি সোপানও অতিক্রম করতে হবে। আর তা করতে হবে তপস্যার মাধ্যমেই। তাই পুত্রকে উৎসাহিত করে পিতার উপদেশ—'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি'—তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানতে চেষ্টা করো। কারণ তপস্যাই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু ভৃগুরও বোঝতে অসুবিধা হলো না পিতা বরুণের অভিপ্রায়। তৈত্তিরীয়োপনিষদ ভৃগুকে 'বারুণি' নামে অভিহিত করেছেন। পিতা বরুণের তিনি সুযোগ্য উত্তরাধিকারী— বরুণ-ইঞ্ = বারুণিঃ। বরুণের অপত্য। অপত্যশব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়—ন পততি বংশো যস্মাৎ—যার দ্বারা বংশ পতিত হয় না, তিনিই অপত্য।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মোপদেশ 'বারুণী বিদ্যা' নামে অভিহিত। ব্রহ্মবেত্তা পিতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবেন পুত্র ভৃগু। সেজন্যই ভৃগু 'বারুণি' নামে এখানে অভিহিত।

পিতার অভিপ্রায় ও উপদেশ বোঝতে পুত্র ভৃগুর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নি। তৎক্ষণাৎ তিনি পুনরায় তপস্যায় নিযুক্ত হলেন—'স তপোহতপ্যত'।

যোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্তান পিতার অভিপ্রায় অনুধাবন করে পুনরায় তপস্যায় প্রবর্তিত হলেন—তপসা বিন্দ্যতে মহান্।

ধীমান ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞ পিতার সুযোগ্য সন্তান। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের তীব্র বাসনায় তাড়িত হয়ে পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হলেন ভৃগু। পিতা বরুণ পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বার দেখিয়ে দিলেন। দ্বার দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের গর্ভগৃহে তাঁকে নিজেকেই প্রবেশ করতে হবে। অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ, মনোময় কোশ, বিজ্ঞনময় কোশ ও আনন্দময় কোশ—এই পাঁচটি বেদান্ত স্বীকৃত সোপান অতিক্রমণের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। পিতার আদেশে ভৃগু অন্নময় কোশের তপস্যা করেন। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, অন্নরূপ জড় জগতের অনেক ঊর্ধ্বে আনন্দময় ধাম তথা ব্রহ্মলোক। তাই ভৃগু আবার পিতার নিকট ফিরে আসেন। পিতা বরুণ পুত্রের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আর্তি লক্ষ্য করে আনন্দিত হলেন। কিন্তু পুত্রের নিকট তাঁর সন্তোষ প্রকাশ করেন নি। কারণ তাঁকে এখনো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। তাই পুত্রকে তিনি তপস্যায় ক্রমাগত উপদেশ করে যাচ্ছেন, কারণ তপস্যাই ব্রহ্ম।

ভৃগু অন্নময় কোশকে যথাযথভাবে জেনে প্রাণময়কোশকে জানার জন্য তপস্যায় নিযুক্ত হন। একাগ্রচিত্তে মনন ও বিচার পূর্বক উপলব্ধি করেন যে, প্রাণ শক্তি হতেই ভূতজগতের উৎপত্তি, তাতেই স্থিতি এবং তাতেই লয়।

কিন্তু তিনি ইহাও উপলব্ধি করেন যে, প্রাণময় কোশই চরমতত্ত্ব নয়। কারণ প্রাণ ও বিলয়সাধ্য। সে কারণে পরবর্তী উপদেশের জন্য ভৃগু পুনরায় পিতা বরুণের শরণাপন্ন হলেন।